আজকের কাগজ
তারিখ 07 FEB 1993 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণকালের ভয়াবহ সংঘর্ষ
শিবিরের নারকীয় সন্ত্রাসে হত ১০। আহত ৫ শতাধিক

☐ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ও সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষে নিহত অজ্ঞাত দু'জনের মাঝে নিহত ছাত্রদল কর্মী বিশ্বজিৎ। সর্ব ডানে আইন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাজেশ। শিবির কর্মীরা ওর বাম হাত কেটে দিয়েছে — ছবি : রাজশাহী থেকে জেলা প্রতিনিধির ক্যামেরা

গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত স্মরণকালের ভয়াবহ ছাত্র সংঘর্ষ এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের নারকীয় সন্ত্রাসে প্রাথমিক খবর অনুযায়ী ২ জন বহিরাগতসহ কমপক্ষে ৫ জন নিহত ও ৫ শতাধিক আহত হয়েছে। একটি সূত্র বলেছে, দিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা ৭ জনে উন্নীত হতে পারে। অন্যদিকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বলেছে, এ ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে হতাহতের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এখন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য অভিযোগ করেছে শিবির ৫ থেকে ৬টি লাশ বুথপাড়া ঘাঁটির দিকে নিয়ে গেছে। নজরুল, মন্টু-আসাদসহ ৫ জন ছাত্রদলকর্মী নিখোঁজ রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সংঘর্ষের পরপরই সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে আজ সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। সমস্ত চলতি পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। বিডিআর ও পুলিশের ওপর ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা ১০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার এবং ১টি কাটা রাইফেল, ১টি পাইপগান, ২টি হাত বোমা, ৩ রাউন্ড বুলেট এবং ৯টি তীর-ধনুক উদ্ধার করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারের দুই পাশে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির একই সময় সমাবেশের আয়োজন করে। সোয়া ১১টার দিকে ছাত্র দল একটি মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকের কাছে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা মিছিলের ওপর চারদিক থেকে হামলা শুরু করে। এ সময় তারা অকথ্য ভাষায় ছাত্রদল কর্মীদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করে। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। ছাত্রলীগ (ম-ই)সহ ছাত্রঐক্য কর্মীরাও পরে এ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। শিবিরের বিপুলসংখ্যক বহিরাগত সন্ত্রাসী এ সময় মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র, তীর-ধনুক ও বোমা নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রঐক্য কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলির শব্দে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আতঙ্কে ছোটাছুটি করে। সন্ত্রাসী শিবির কর্মীরা এক পর্যায়ে জোহা হলে গিয়ে উঠলে হাজার হাজার ছাত্র তাদেরকে ধাওয়া করে হল থেকে বের করে দেয়। শিবির সন্ত্রাসীরা বেলা আড়াইটার দিকে পুনরায় বহিরাগতদের নিয়ে জোহা হলে আক্রমণ চালায় এবং নির্বিচারে সাধারণ ছাত্রদের মারধর করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ষ্টেশন বাজারের সাধারণ লোকজন যারা শিবিরের এই নারকীয় তান্ডবে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায় তাদেরকেও শিবির কর্মীরা মারধর করে। এদের অনেকেই আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সন্ত্রাসী শিবির সদস্যরা অনেক ছাত্রের হাত-পায়ের রগ কেটে দেয়। জোহা হলে দু'জন নিহত হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে। এ দু'জন হলো মামুন ও সামাদ। বেলা তিনটার দিকে শিবির সন্ত্রাসীরা মাদারবক্স হলে হামলা চালায় এবং প্রায় ২শ'টি কক্ষে লুটপাট চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। সোয়া ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এ সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ কিছু কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া ছাড়া তেমন কোনো ভূমিকাই পালন করেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংঘর্ষ চলাকালে কয়েকশ' রাউন্ড গুলি বর্ষণ এবং শত শত বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ সূত্র জানায়, সেখানে ভর্তির পর তিনজন মারা গেছে। এদের মধ্যে ছাত্রদল কর্মী বিশ্বজিৎ ৩য় বর্ষ ফলিত পদার্থ বিদ্যার ছাত্র। অন্য দু'জন হলো রবিউল আলম ও মোস্তাফিজুর রহমান নাজমুল। শিবির এ দু'জনকে তাদের কর্মী বলে দাবি করেছে। মামুন ও সামাদের মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে কিছু লোকে নিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, সংঘর্ষে দু'জন বহিরাগত সন্ত্রাসী প্রাণ হারিয়েছে। তবে এ খবরের সত্যতা যাচাই করা হয়নি। ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষ চলাকালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও রাজশাহীর বিভিন্ন ক্লিনিকগুলোতে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এ্যাম্বুলেন্স ও রিক্সায় শত শত আহত ছাত্রকে হাসপাতাল ও ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রধান রাস্তাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নগরীর দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়। নেমে আসে শোকের ছায়া। মেডিকেল কলেজ সূত্র জানায়, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। হাসপাতাল সূত্রগুলো বলেছে, আহতদের বেশির ভাগই ছাত্রদল কর্মী।

ঘটনার সময় জোহা হলে প্রায় ৮০টি, সোহরাওয়ার্দি হলের ৫৫টি এবং শেরে বাংলা হলের ৩০টি কক্ষে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয়। শিবিরের সন্ত্রাসীরা অনেক ছাত্রকে জোহা হল থেকে বাইরে কোনো অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। হাসপাতালের একটি সূত্র জানায়, শিবীর কর্মীরা তাদের বেশ কিছু আহত কর্মীকে হাসপাতাল থেকে বাইরে বের করে নিয়ে যায়। ঘটনার প্রতিবাদে সন্ধ্যায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নগরীতে বিরাট মিছিল বের করে এবং সমাবেশ করে। সাহেববাজারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতারা রাজশাহী মহানগরে শিবিরের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ এবং পুলিশ কমিশনার, মতিহার থানার ওসি ও ডিসি, প্রোভিসির পদত্যাগ দাবি করেন। নগরীতে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ইতিমধ্যে ৭৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে। হাসপাতালে গুরুতর আহতরা হলো-নিউটন-ছাত্রদল, মাসুদ-ছাত্রদল, রাজেশ-২য় বর্ষ আইন, কামরুজ্জামান-ছাত্রলীগ (ম-ই), সজল ছাত্রলীগ (ম-ই), রতন-ছাত্রলীগ (বা-কা), সুমন-ছাত্রলীগ (বা-কা), তপন-ছাত্র ইউনিয়ন, পিয়াল-ছাত্রদল, হালিম-ছাত্র ইউনিয়ন, নজরুল-ছাত্রদল, মিঠু-ছাত্রদল, কায়সার-ছাত্রদল, শাহজাহান-সাধারণ ছাত্র, বাবলা, বাবু, নাজমুল হক প্রধান, শামীম, শিবু, শহিদুল এদের অধিকাংশই গুলিবিদ্ধ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাত ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে পুনরায় বোমাবাজির শব্দ পাওয়া যায় বলে কাজলাবাসী জানায়।